প্রথম আলো

তারিখ ... 21 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ১ ...

বহিষ্কারের সুপারিশ অকার্যকর

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তার প্রমাণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগে অনেক নেতা-কর্মীকে বিভিন্ন সময়ে বহিষ্কারের সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। কিন্তু এসব সুপারিশের একটিও কার্যকর হয়নি। শুধু তা-ই নয়, এসব সুপারিশ বিবেচনা বা পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে, এমন নজিরও দেখা যায়নি। এ-ই যদি পরিস্থিতি হয়, তবে যাঁদের বিরুদ্ধে অপকর্মের অভিযোগ, তাঁরা উৎসাহিত হয়ে এসব চালিয়ে যাবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। হচ্ছেও তা-ই।

সংগঠন হিসেবে কেন্দ্রীয়ভাবে ছাত্রলীগ যে কতটা নিষ্ক্রিয় ও স্থবির হয়ে পড়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এসব ঘটনায়। আটকে রেখে চাঁদাবাজি ও মারামারির দুটি ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছিল সাংগঠনিক সম্পাদক ও সহসভাপতিকে। এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা হতাশাজনক। এ ঘটনার ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে তিনি কিছু বলতেও পারেননি। আর অভিযোগের মেইলটি তিনি খুলে দেখারও সময় পাননি। ফলে স্থানীয়ভাবে বহিষ্কার বা বহিষ্কারের সুপারিশ পাঠানোর বিষয়টি কার্যত অর্থহীন একটি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।

সরকারি দল আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন হিসেবে বিবেচিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগের শেষ নেই। এক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে সংগঠনের পক্ষ থেকেই যেসব অভিযোগ কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অপহরণ, আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টা, মারামারি করা ও প্রতিপক্ষকে আহত করার মতো ফৌজদারি অপরাধ। কেন্দ্রের কাছে এসবের সঙ্গে জড়িত নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেও যেহেতু ফল পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে যেন তাদের প্রশ্রয়েরই ইঙ্গিত মিলছে।

অপরাধ ও অপকর্মের অভিযোগ ওঠার পরও যদি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া না হয়, তবে যেকোনো সংগঠন অপরাধীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হতে বাধ্য। ছাত্রলীগ কী চায় সেটা তাদের কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।